যুগান্তর

তারিখ ... 14.SEP.2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

ছাত্ররা কেন রাস্তায়

প্রশ্ন সংসদীয় কমিটির

সংসদ রিপোর্টার

ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পথ বেছে নেয়াকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে না আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। তারা মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষ নিজের স্বার্থচরিতার্থ করতেই শিক্ষার্থীদের রাস্তায় নামিয়েছে। সংসদীয় কমিটির মতে, সরকারও এর দায় এড়াতে পারে না। তারা মনে করেন, শুধু অর্থমন্ত্রী নন, সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষামন্ত্রীও এ অবস্থার জন্য দায়ী। কমিটি দ্রুততার সঙ্গে চলমান আন্দোলন নিরসনে সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার তাগিদ দিয়েছে।

রোববার জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠক থেকে এসব মন্তব্য করা হয়। কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। কমিটির সদস্য আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক, অ্যাডভোকেট আবদুল মতিন খসরু, সফুরা বেগমসহ সংশ্লিষ্টরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে জাতীয় সংসদের মিডিয়া সেন্টারে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, ভ্যাট নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা সংকটে পরিণত হওয়ার আগেই সমাধান করতে হবে। অন্যথায় জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। তিনি বলেন, আমি আগেও বলেছি বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা দরকার। তবে ছাত্ররা যেভাবে রাস্তায় নেমেছে সেটাও গ্রহণযোগ্য নয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, কর্তৃপক্ষ যেভাবে শিক্ষার্থীদের রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে, তার পেছনটাও দেখতে হবে। যদি অনুমোদন বাতিল হয়ে যায়, তাহলে কোথায় যাবেন?

এ সময় শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশ্যে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, আমাদের শিক্ষামন্ত্রী যেসব 'হলিস্টিক' কথা বলছেন, সেটা ঠিক না। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিলেন কেন, আর দিলেনই যদি তাহলে এগুলো চলে না কেন? একপর্যায়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন সংসদীয় কমিটির সভাপতি। তিনি বলেন, ৮৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই কী পড়ায় তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। ইউনিভার্সিটি করতে হলে অন্তত একটা ক্যাম্পাস তো থাকতে হয়। অনেকগুলোর সেগুলোও নেই। কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে চ্যান্সেলর ও ভাইস চ্যান্সেলর করে চালিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে আরও তীক্ষ্ণ নজরদারি করা জরুরি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করতে গিয়ে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত করা যাবে না : মামলার জট নিরসনে ঝুলে থাকা মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে গিয়ে ন্যায়বিচার যেন বিঘ্নিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে বিচারকদের পরামর্শ দিয়েছে সংসদীয় কমিটি। কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এ বিষয়ে বলেন, মামলা জট নিরসনের লক্ষ্যে দ্রুততার সঙ্গে মামলা নিষ্পত্তির দিকে ঝুঁকছেন সবাই। কিন্তু এক্ষেত্রে ন্যায়বিচারপ্রাপ্তির বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। দ্রুত কাজ করতে গিয়ে কোনোক্রমেই বিচারব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না। এ

রাস্তায় : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

রাস্তায় : ছাত্ররা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সময় ঝুলে থাকা মামলা নিষ্পত্তিতে মন্ত্রণালয়ের নেয়া নানাবিধ পদক্ষেপের বিষয়টি তুলে ধরেন সুরঞ্জিত। তিনি বলেন, দেশের উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালতের মামলা জট কমানোর জন্য নানাবিধ উদ্যোগের কথা আইন মন্ত্রণালয় কমিটিকে অবহিত করেছে। আইন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়েছে। তারা দ্রুত ৫০০ বিচারক নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে আবেদন করেছে।

তবে কমিটি ৫ হাজার বিচারক নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছে। এক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সৎ বিচারকদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে বলেও কমিটি মনে করে। বর্তমানে দেড় লাখে একজন বিচারক রয়েছে। এটা অন্তত লাখে একজন করার উদ্যোগ নিতে বলা হয়েছে বলে তিনি জানান।

সভাপতি বলেন, দেশের বড় সমস্যা মামলা জট। এই মামলা জট না কমাতে পারলে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে না। একইসঙ্গে দেশের উন্নয়ন ও মধ্য আয়ের দেশে উপনীত হওয়া কঠিন হবে।